দৈনিক সংবাদ

৫৬

তারিখ 07 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

195

প্রসঙ্গ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শা প্র/৫পি-৯/৭৯/১১৭ শিক্ষা তাং ১-২-৮০ ও এম, এফ, (আই-ডি) ৬/ইউ(ঝি)-১৭।৮২ অংশ ৩/১ তাং ১০-১-৮৩ মোতাবেক সরকারী হাই স্কুলের স্নাতক বা কামিল পাস শিক্ষকগণ বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক উচ্চতর বেতন স্কেল পেয়ে আসছেন। কিন্তু গত ৩১-১-৮৭ ইং তারিখে প্রশাসনিক সুবিধার (?) জন্য, বিভাগীয় অফিসকে 'আঞ্চলিক পরিদপ্তর'-এ রূপান্তর করা হয়। স্বভাবতঃই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত আদেশ কার্যকরী করার দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত হওয়ার কথা। তাই আঞ্চলিক পরিদপ্তর পূর্বের মতই কামিল পাস শিক্ষকগণকে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চতর বেতন স্কেলের আদেশ জারি অব্যাহত রাখেন। কিন্তু অনভিপ্রেত হলেও সত্য যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক গত ২-৪-৮৯ তাং ৫৫৪৩/৩ সম নং স্মারকের মাধ্যমে ঢাকা আঞ্চলিক পরিদপ্তরকে বলেন যে, যেহেতু উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান আঞ্চলিক পরিদপ্তরের ক্ষমতা বা আওতা বহির্ভূত সেহেতু অনুরূপ সকল আদেশ বাতিল করে অধিদপ্তরকে জানানো হোক। ঢাকা আঞ্চলিক পরিদপ্তর থেকে জবাবে ১০-৬-৮৯ তাং ৪৯৫-এ নং স্মারকে বলা হয় যে, অত্র দপ্তরটি আঞ্চলিক দপ্তর পুনর্গঠন হওয়ার পর ৪টি আদেশের মাধ্যমে মোট আটজন কামিল পাস শিক্ষককে উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে বকেয়া বেতন তুলেছেন। এমতাবস্থায় তা বাতিল করলে শিক্ষকগণ অসুবিধার সম্মুখীন হবেন বিধায় এটি অনুমোদন করার জন্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয় ; কিন্তু অদ্যাবধি তা অনুমোদন না করায় কতিপয় শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

গত ২৫-৫-৮৯ ইং তারিখ দৈনিক 'সংবাদ' এ "শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন" শিরোনামে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু অদ্যাবধি তার কোন সুরাহা না হওয়ায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে--

১) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে জটিলতা বৃদ্ধি পেল কেন ?

২) বৈষম্য দূরীকরণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তৎপর নয় কেন ?

৩) পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরের ক্ষমতার রশি টানাটানিতে অসহায় কামিল পাস শিক্ষকদেরকে পিষে মারা হচ্ছে কেন ?

(৪) ১টি ফাইল এক টেবিলে দুই মাস পড়ে আছে কেন ?

(৫) একই দপ্তর আঞ্চলিক দপ্তর পুনর্গঠিত হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত আদেশ বহাল রেখেছে। অথচ পরে প্রদত্ত ঐ একই আদেশ বাতিলযোগ্য,-এটা কি ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী নয় ?

আশা করি মাননীয় রাষ্ট্রপতি, শিক্ষামন্ত্রী ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে নিরাশা, হতাশা আর মানসিক হীনমন্যতায় আক্রান্ত মজলুম শিক্ষকদের দুর্ভোগ লাঘবে সচেষ্ট হবেন।

১। মোঃ আবুবকর ২। নাজমুস সাকিব, বাসাবো, ঢাকা।

ডি, রেডকিনের সমাধি